রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"


# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ১৫, ২০২১


**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**

**নীতি ও সংগঠন শাখা, ঢাকা।**

নং ১৯.০০.০০০০.১১৪.০৬.০০৭.২০-৬৯৬

তারিখ : ১২ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

## বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য পদায়ন নীতিমালা

বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং উপযোগিতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী পদায়ন নিশ্চতকল্পে নিম্নলিখিত নীতিমালা সাধারণভাবে অনুসৃত হবে :

১। বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সমাপ্তি এবং চাকরি স্থায়ীকরণ সম্পন্ন হলে কর্মকর্তাগণ বিদেশস্থ মিশনে প্রথম পদায়নের জন্য বিবেচিত হবেন।

২। কর্মকর্তাদের মন্ত্রণালয় ও মিশনে পদায়নের ক্ষেত্রে উপযোগিতা ও কর্মদক্ষতা বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের (ACR) পাশাপাশি উদ্ভাবনী দক্ষতা, সৃজনশীলতা, বিদেশি ভাষায় দক্ষতা ও কনস্যুলার সেবার মান উন্নয়নে কর্মকর্তার ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। মিশনে পদায়নের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-ক এ সংযুক্ত গ্রুপভিত্তিক মিশনসমূহে পর্যায়বৃত্তিক আবর্তনের (Rotation) নীতিই সাধারণ মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ক, খ, গ, ঘ গ্রুপের মিশনসমূহে পদায়ন করা হবে। এ লক্ষ্যে কর্মজীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে অর্থাৎ প্রারম্ভিক: তৃতীয় সচিব থেকে কাউন্সেলর, মধ্যম: মিনিস্টার/ডেপুটি হাইকমিশনার/কনসাল জেনারেল এবং উচ্চ পর্যায়: রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/স্থায়ী প্রতিনিধি কর্মজীবন পরিকল্পনা করা হবে। একই পর্যায়ে থাকাকালীন একজন কর্মকর্তা কোনো অবস্থাতেই একই গ্রুপের দেশে দুইবার পদায়িত হবেন না। কোনো মিশনে সন্তোষজনকভাবে ৩০ (ত্রিশ) মাস চাকরি করার পর অন্য গ্রুপের কোনো মিশনের পদায়নের জন্য বিবেচিত হবেন। পদায়নের জন্য উত্থাপিত নথিতে আবশ্যিকভাবে 'মানস' হতে সংগৃহীত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন যুক্ত করা হবে।



**মূল্য :** টাকা ৮.০০

৩। তবে কিছু বিশেষায়িত এবং স্পর্শকাতর মিশনে মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিধায় এ ক্ষেত্রে, আবর্তনের নীতিতে ক্ষেত্র বিশেষে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আবর্তনের নীতি ব্যতিক্রম করার সময় যেন একই কর্মকর্তার একই ধরনের মিশনে বার বার পদায়নের সুযোগ তৈরি না হয় এবং "সকলের জন্য সমান সুযোগ" এর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ ('ঘ' গ্রুপ) মিশনগুলোতে কর্মকাল হবে ০২ (দুই) বছর। এক্ষেত্রে ১৮ (আঠারো) মাস সন্তোষজনকভাবে দায়িত্ব পালনের পর অন্যশর্তসমূহ (উপযোগিতা ও কর্মদক্ষতা ইত্যাদি) পূরণ সাপেক্ষে 'ক' গ্রুপের কোনো দেশে পদায়নের জন্য বিবেচিত হবেন।

৫। গ্রুপভিত্তিক অর্থাৎ 'ক', 'খ', 'গ' ও 'ঘ' গ্রুপের মিশনসমূহে আবর্তনের ক্ষেত্রে, কোনো কর্মকর্তার সমগ্র কর্মজীবনকে বিবেচনা করা হবে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী মিশনের গ্রুপসহ পূর্বে পদায়িত অন্যান্য মিশনের গ্রুপ বিবেচনা করে পরবর্তী মিশনের গ্রুপ বিবেচনা করা হবে। একজন কর্মকর্তা সমগ্র কর্মজীবনের ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ সময় আবশ্যিকভাবে সদর দপ্তরে কর্মরত থাকবেন।

৬। কর্মজীবনে অসামান্য সফলতার স্বীকৃতি (যেমন: প্রশিক্ষণ একাডেমী হতে পুরস্কার প্রাপ্তি, জনপ্রশাসন পদক অর্জন, ইত্যাদি), ও মন্ত্রণালয়ে কর্মকালীন বিশেষ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন এমন কর্মকর্তাকে সন্তোষজনক চাকরি সাপেক্ষে প্রথমবার 'ক' গ্রুপের মিশনসমূহে পদায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তবে এক্ষেত্রে পরবর্তী পদায়ন আবশ্যিকভাবে অন্য গ্রুপসমূহের যে কোনো মিশনে হবে।

৭। ইংরেজি ব্যতিত অন্যান্য ভাষাভাষী দেশে অবস্থিত মিশনসমূহে কোনো কর্মকর্তা পদায়িত হলে সে দেশের ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় উৎসাহ প্রদান করবে এবং আগ্রহী কর্মকর্তাদের ভাষা শিক্ষার খরচ মন্ত্রণালয় বহন করবে।

৮। মন্ত্রণালয়ে নিযুক্তিকালীন সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কমপক্ষে দু'টি শাখা/অধিশাখা/অণুবিভাগ এ আবর্তন করা হবে। মিশনে কর্মরত থাকাকালীনও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বে আবর্তনের নীতি অনুসৃত হবে।

৯। কনস্যুলার, কল্যাণ ও সেবা সংক্রান্ত কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ পরবর্তী পদায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবেন। মিশনে কাউন্সেলর পদে পদায়নের জন্য কনস্যুলার, কল্যাণ ও সেবা সংক্রান্ত যে কোনো কাজে কমপক্ষে ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১০। প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল এবং জুলাই-আগস্ট সময়ে বদলির আদেশ জারি করা হবে। মন্ত্রণালয় জরুরি প্রয়োজন মনে না করলে সাধারণভাবে বদলির আদেশ জারির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বদলিকৃত কর্মকর্তাকে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। সাধারণভাবে মিশনে এক একটি পদায়ন অনধিক ৩ (তিন) বছর এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি পদায়ন ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) বছর গণ্য করা হবে। বিদেশস্থ মিশনসমূহে কর্মকাল একাদিক্রমে ০৬ (ছয়) বছর বা তার কাছাকাছি সময় অতিক্রান্ত হলে একজন কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ে পদায়িত হবে। মন্ত্রণালয়ে মোট কর্মকাল ০২ (দুই) বছর না হলে কোনো কর্মকর্তা বিদেশে পদায়নের জন্য বিবেচিত হবে না। লিয়েন, উচ্চশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক বা অন্যান্য প্রশিক্ষণকালীন সময় এক্ষেত্রে গণ্য হবে না। তবে সরকার/মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে উচ্চ শিক্ষায় প্রেরিত হলে সে সময় পদায়ন হিসেবে গণ্য হবে।

১২। রাষ্ট্রদূতগণকে মিশনে একটানা ০৬ (ছয়) বছর অবস্থানের পর মন্ত্রণালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং মন্ত্রণালয়ে যৌক্তিক বা ন্যূনতম ১ (এক) বছর সময়কাল অবস্থানের পর তাঁরা পুনরায় মিশনে পদায়নের জন্য এ নীতিমালা অনুযায়ী বিবেচিত হবেন।

১৩। মন্ত্রণালয় ও মিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান পদকাঠামো অনুযায়ী মিশন ও মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হবে।

১৪। কনসাল জেনারেল/ডেপুটি হাইকমিশনার পর্যায়ের মিশনপ্রধান হিসেবে পদায়নের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক/মিনিস্টার পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

১৫। মিশনে কাউন্সেলর বা সমমর্যাদার পদ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের বদলি প্রস্তাবসমূহের যথার্থতা যাচাই এর জন্য অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব (প্রশাসন) অথবা তাঁর অবর্তমানে অন্য একজন অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হবে। কমিটি কর্তৃক কর্মকর্তাদের পদায়ন প্রস্তাব পররাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপন করা হবে। রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার/স্থায়ী প্রতিনিধি/স্থায়ী চার্জ দ্যা এফেয়ার্স হিসেবে পদায়নের জন্য মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

১৬। মন্ত্রণালয় ও মিশনে কর্মরত সকল কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের তথ্যসমূহ যেমন: বৈবাহিক অবস্থা, স্বামী/স্ত্রী, ছেলে-মেয়ের বয়স, জাতীয়তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতীয় পরিচপত্র (NID), পাসপোর্টের তথ্য, শারীরিক সুস্থতা, পরিবারের সদস্যদের অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করা হবে এবং পদায়নের সময় উপস্থাপন করা হবে। কোনো কর্মকর্তা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের শারীরিক/মানসিক অসুস্থতা, শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি কারণে পদায়নে বা বর্তমান পদায়ন দীর্ঘায়িত করার আবেদন করা যাবে না।

১৭। পরিচালক পর্যন্ত পদায়নের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীকে একই কর্মস্থলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৮। বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে ঢাকায় অবস্থানকালীন সরকারের অন্যান্য দপ্তরে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে।

১৯। বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব নিরুৎসাহিত করা হবে এবং এ ধরনের তদবির তার ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণ করা হবে।

২০। পদায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই নীতিমালায় উল্লিখিত হয় নাই এমন কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২১। এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রতি ০৩ (তিন) বছর পর পর প্রয়োজন সাপেক্ষে পর্যালোচনা করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মাসুদ বিন মোমেন**
পরারাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)।

## পরিশিষ্ট-ক
## শ্রেণিভুক্ত মিশন
## পদায়নের জন্য বিদেশস্থ মিশনসমূহের ধারণাগত শ্রেণিবিভাগ:

| ক-শ্রেণিভুক্ত মিশন | খ-শ্রেণিভুক্ত মিশন | গ-শ্রেণিভুক্ত মিশন | ঘ-শ্রেণিভুক্ত মিশন |
|---|---|---|---|
| ০১। লন্ডন, যুক্তরাজ্য | ০১। কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া | ০১। আম্মান, জর্ডান | ০১। আলজিয়ার্স, আলজেরিয়া |
| ০২। নয়াদিল্লি, ভারত | ০২। কলম্বো শ্রীলংকা | ০২। জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া | ০২। বৈরুত, লেবানন |
| ০৩। ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া | ০৩। ইসলামাবাদ, পাকিস্তান | ০৩। ম্যানিলা, ফিলিপাইন | ০৩। থিম্পু, ভুটান |
| ০৪। অটোয়া, কানাডা | ০৪। আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত | ০৪। দোহা, কাতার | ০৪। প্রিটোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা |
| ০৫। ব্রাসেলস, বেলজিয়াম | ০৫। মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো | ০৫। কুয়েত সিটি, কুয়েত | ০৫। মালে, মালদ্বীপ |
| ০৬। জেনেভা, সুইজারল্যান্ড | ০৬। ব্রাসিলিয়া, ব্রাজিল | ০৬। বন্দর সেরি বেগওয়ান, ব্রুনাই | ০৬। নাইরোবি, কেনিয়া |
| ০৭। জাতিসংঘ স্থায়ী মিশন, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র | ০৭। রিয়াদ, সৌদি আরব | ০৭। রাবাত, মরোক্কো | ০৭। আবুজা, নাইজেরিয়া |
| ০৮। ওয়াশিংটন ডি. সি. যুক্তরাষ্ট্র | ০৮। ব্যাংকক, থাইল্যান্ড | ০৮। মাস্কাট, ওমান | ০৮। ত্রিপোলি, লিবিয়া |
| ০৯। প্যারিস, ফ্রান্স | ০৯। হংকং, চীন | ০৯। কায়রো, মিশর | ০৯। বাগদাদ, ইরাক |
| ১০। বার্লিন, জার্মানি | ১০। জেদ্দা, সৌদি আরব | ১০। মানামা, বাহরাইন | ১০। সিট্টুয়ে, মিয়ানমার |
| ১১। টোকিও, জাপান | ১১। দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১। ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার | ১১। কাবুল, আফগানিস্তান |
| ১২। মস্কো, রাশিয়া | ১২। ইস্তাম্বুল, তুরস্ক | ১২। কাঠমান্ডু, নেপাল | ১২। খার্তুম, সুদান |
| ১৩। নিউ ইয়র্ক সিজি, যুক্তরাষ্ট্র | ১৩। বেইজিং, চীন | ১৩। তাসখন্দ, উজবেকিস্তান | ১৩। ফ্রিটাউন, সিয়েরালিওন |
| ১৪। লস্ এঞ্জেলস্, যুক্তরাষ্ট্র | ১৪। সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া | ১৪। হ্যানয়, ভিয়েতনাম | ১৪। করাচী, পাকিস্তান |
| ১৫। ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র | ১৫। আংকারা, তুরস্ক | ১৫। তেহরান, ইরান | ১৫। আগরতলা, ভারত |
| ১৬। সিডনী, অস্ট্রেলিয়া | ১৬। কোলকাতা, ভারত | ১৬। আদ্দিস আবারা, ইথিওপিয়া | ১৬। গৌহাটি, ভারত |
| ১৭। টরোন্টো, কানাডা | ১৭। মুম্বাই, ভারত | ১৭। পোর্ট লুইস, মরিশাস | |
| ১৮। ম্যানচেষ্টার, যুক্তরাজ্য | ১৮। চেন্নাই, ভারত | ১৮। কুনমিং, চীন | |
| ১৯। বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য | ১৯। সিংগাপুর সিটি, সিংগাপুর | | |
| ২০। সার্ক সচিবালয় | ২০। বুখারেষ্ট, রুমানিয়া | | |
| ২১। বিমসটেক সচিবালয় | | | |
| ২২। ডি-৮ সচিবালয় | | | |
| ২৩। লিসবন, পর্তুগাল | | | |
| ২৪। রোম, ইতালি | | | |
| ২৫। দি হেগ, নেদারল্যান্ডস | | | |
| ২৬। এথেন্স, গ্রীস | | | |
| ২৭। ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া | | | |
| ২৮। মাদ্রিদ, স্পেন | | | |
| ২৯। স্টকহোম, সুইডেন | | | |
| ৩০। কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক | | | |
| ৩১। মিলান, ইতালি | | | |
| ৩২। ওয়ারশো, পোল্যান্ড | | | |

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd